তারিখ 21 JUL 2016
পৃষ্ঠা ১ কলাম ২

যুগান্তর

অধিকাংশ পিস স্কুলের অনুমোদন নেই

মুসতাক আহমদ ও উবায়দুল্লাহ বাদল

দেশের বিভিন্ন জেলায় পরিচালিত 'পিস' স্কুল ও কলেজের অধিকাংশরই অনুমোদন নেই। বিভিন্ন শিক্ষা বোর্ডের অনুসন্ধানে এমন তথ্য উঠে এসেছে। বোর্ডগুলো সম্প্রতি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে এ তথ্য পাঠিয়েছে।

অনুমোদনহীন এসব প্রতিষ্ঠান বন্ধে শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সহায়তা চাওয়া হবে। তবে তার আগে এসব প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন শিক্ষা বোর্ড থেকে আরেক দফা পরিদর্শন কার্যক্রম চালানো হবে।

মালিকরা জামায়াতপন্থী

আজ তথ্য সংগ্রহে নামছে ঢাকা বোর্ড

আজ তথ্য সংগ্রহে মাঠে নামবে ঢাকা বোর্ড। এর আগে গোয়েন্দারাও এসব প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করেন। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সূত্র জানিয়েছে, পিস নামের বিভিন্ন স্কুলের ওপর গোয়েন্দা নজরদারি চলছে। এসব স্কুলের আয়ের উৎস ও ব্যয় খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এ প্রসঙ্গে জানতে চাইলে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ যুগান্তরকে বলেন, 'আমরা পিস স্কুল সম্পর্কে খোঁজখবর নিচ্ছি। এ নিয়ে বিভিন্ন পর্যায়ে কার্যক্রম অব্যাহত আছে।'

ভারতের ধর্মবিষয়ক টিভি উপস্থাপক ড. জাকির নায়েকের 'পিস' টিভির নামের সঙ্গে মিলিয়ে একটি গোষ্ঠী বাংলাদেশে স্কুল ও কলেজ খুলেছে। বিভিন্ন শিক্ষা বোর্ডের সরেজমিন পরিদর্শন ও গোয়েন্দা প্রতিবেদনে দেখা গেছে, এ মুহূর্তে দেশের ১৫ জেলায় পিস নামের ২৭টি স্কুল আছে। তবে প্রকৃতপক্ষে এ ধরনের স্কুল শতাধিক। বেশকিছু স্কুলের চেয়ারম্যানসহ পরিচালনা কমিটিতে আওয়ামী লীগ বা বিএনপির কিছু নেতাকর্মী থাকলেও নেপথ্যে আছে জামায়াতে ইসলামীর লোকজন। তাদেরই হাতে এসব স্কুলের মালিকানা। পুরোপুরি জামায়াতে ইসলামীর আর্থিক পৃষ্ঠপোষকতা ও রাজনৈতিক আদর্শেই পরিচালিত হয় এসব স্কুল ও কলেজ। অভিযোগ আছে, শুধু আর্থিকভাবে লাভবানের জন্য এসব স্কুল পরিচালিত হচ্ছে না। বাস্তবে এর পেছনে জামায়াতি আদর্শ প্রচার ও লালন চলছে। ১ জুলাই

■ পৃষ্ঠা ১৪ : কলাম ১

অধিকাংশ পিস স্কুলের অনুমোদন নেই

(১ম পৃষ্ঠার পর)

গুলশান হামলার ঘটনায় জড়িত জঙ্গিদের মধ্যে অন্তত দু'জন জাকির নায়েকের পিস টিভিতে দেয়া বক্তব্য শুনে অনুপ্রাণিত হয়েছেন বলে অভিযোগ আছে। এ কারণে বাংলাদেশে পিস টিভির সম্প্রচার বন্ধের সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। এরপরই 'পিস' নামের স্কুল ও কলেজের বিষয়েও আপত্তি ওঠে বিভিন্ন মহল থেকে। অবশ্য মার্চ থেকেই গোয়েন্দা সংস্থার প্রতিবেদন এবং বিভাগীয় কমিশনারদের পরামর্শের পরিপ্রেক্ষিতে এসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ব্যাপারে পরিদর্শন ও তদন্ত কার্যক্রম অব্যাহত আছে।

জানা গেছে, শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে ৪ ও ৩১ মে সব শিক্ষা বোর্ডকে দুটি চিঠি পাঠানো হয়। তাতে পিস স্কুল ও কলেজ সম্পর্কে তথ্য দিতে বলা হয়। এরমধ্যে ৪ মে ৮ শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যানকে পাঠানো চিঠিতে পিস স্কুল ও কলেজ সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য জানাতে বলা হয়। তাতে এসব স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা, পরিচালক বা পরিচালনা কমিটির সদস্যদের বিষয়ে তথ্য জানাতে হবে। এছাড়া এসব স্কুল বৈধ উপায়ে স্থাপন করা হয়েছে কিনা এবং স্কুল অনুমোদন প্রক্রিয়ায় কারা জড়িত, সেসব তথ্যও জানাতে বলা হয়।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব চৌধুরী মুফাদ আহমেদ বলেন, বিভিন্ন বোর্ড থেকে আমরা কিছু তথ্য পেয়েছিলাম। সাম্প্রতিক পরিস্থিতির কারণে বোর্ডগুলোকে অধিকতর পরিদর্শন করে প্রতিবেদন দিতে বলেছি। তিনি বলেন, আগে চাওয়া তথ্যের সঙ্গে এবার বাড়তি কিছু তথ্য চাওয়া হয়েছে। তার মধ্যে আছে, তারা কী পড়াচ্ছে। কোন কারিকুলাম ও পাঠ্য অনুসরণ করছে। সরকারি কারিকুলাম পড়ায় কিনা। এসব তথ্য পাওয়ার পর আমরা পরবর্তী ব্যবস্থা নেব।

ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মাহবুবুর রহমান বুধবার যুগান্তরকে জানান, 'ঢাকায় মোট কতটি পিস স্কুল ও কলেজ আছে সে তথ্য আমাদের কাছে নেই। তবে 'পিস' নামে রাজধানীতে ৬টি প্রতিষ্ঠানের তথ্য আমাদের কাছে আছে। এর মধ্যে ৩টি অনুমোদিত। অনুমোদিত প্রতিষ্ঠান তিনটি উত্তরা, ধানমণ্ডি ও মিরপুরের রূপনগরে। তিনি বলেন, এর মধ্যে উত্তরার স্কুলটি বেশি ভয়ংকর। সেটির 'থিম সং'য়ে আপত্তিকর কথা আছে। এ অবস্থায় আমরা কাল (আজ) বিভিন্ন স্কুলে তথ্য চেয়ে চিঠি পাঠাচ্ছি। প্রয়োজনে সরেজমিন পরিদর্শনেও টিম যাবে।

একই বোর্ডের কলেজ পরিদর্শক ড. আসফাকুস সালেহীন বলেন, অনুমোদিত দুটি কলেজের একটি 'ঢাকা পিস কলেজ' ভাটারা থানায় অবস্থিত। 'পিসফুল কলেজ' অবস্থিত বনশ্রীতে। আর ঢাকার লালমাটিয়ায় পিস স্কুল নামে একটি ইংরেজি মাধ্যমের স্কুলের সাময়িক নিবন্ধন দেয়া হয়েছে। এ ছাড়া ঢাকা বোর্ডে পিস স্কুল নামে আর কোনো প্রতিষ্ঠানের অনুমোদন নেই।

তবে মার্চে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে পাঠানো গোয়েন্দা প্রতিবেদনে দেখা গেছে, ঢাকার উত্তরায় পিস নামে দুটি প্রতিষ্ঠান আছে। এছাড়া মালিবাগ চৌধুরীপাড়া, ময়মনসিংহের বাউন্ডারি রোড, কিশোরগঞ্জ উকিলপাড়া, গাজীপুরের চান্দনা চৌরাস্তায় পিস নামের স্কুল ও কলেজ আছে। চট্টগ্রাম বিভাগে মিরসরাই, রাউজান, দামপাড়া, নোয়াখালীর কোম্পানীগঞ্জ, বেগমগঞ্জ ও ফেনীতে কুমিল্লা বাসস্ট্যান্ডে পিস নামের স্কুল আছে। রাজশাহী বিভাগে শহরের তেরখাদিয়া, চাঁপাইনবাবগঞ্জ শান্তি মোড় ও শিবতলা, বগুড়ার জামিলনগর এবং সিরাজগঞ্জের সিরাজী সড়কেও গড়ে উঠেছে এ নামের স্কুল। খুলনা বিভাগে শহরের সোনাডাঙ্গা, কুষ্টিয়ার কোর্টপাড়া, রংপুরের পূর্ব পর্যটনপাড়া, দিনাজপুরের ডায়াবেটিকস মোড়, লালমনিরহাটে বিসিক শিল্প নগরীতে, ঠাকুরগাঁওয়ে পূর্ব গোপালপাড়া, বরিশালে কলেজ এভিনিউ এবং ভোলায় মহাজনপট্টিতেও 'পিস' নামের স্কুল গড়ে উঠেছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক উর্ধ্বতন কর্মকর্তা জানান, রাজধানীতে পিস স্কুল ও কলেজ পরিচালিত হচ্ছে ইনভাইট পিস লিমিটেড নামক একটি কোম্পানির মাধ্যমে। এর চেয়ারম্যান ছাত্র শিবিরের সাবেক সভাপতি আবু জাফর মুহাম্মদ ওবায়েদুল্লাহ। এ ইনভাইট পিস লিমিটেডই ঢাকা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম, বরিশাল, বগুড়া, রংপুর, কুষ্টিয়া, গাজীপুর, কেনী, নোয়াখালী, দিনাজপুর ও খুলনাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বিস্তার করেছে। কিন্তু অধিকাংশেরই অনুমোদন নেয়া হয়নি।